গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
রফতানিযোগ্য আম উৎপাদন
৩য় বিল্ডিং (৭ম তলা), খামারবাড়ি
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং-১২.০১.০০০০.৯৯১.১৬(৩).০১৬.২৩.১৯৪৭ তারিখঃ ২১ এপ্রিল ২০২৪খ্রি.

বিষয়ঃ চলমান তাপদাহে আম বাগানে করণীয় প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, রফতানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় আপনার উপজেলায় ৪ ধরণের আম উৎপাদন প্রদর্শণী বাস্তবায়ন হচ্ছে। বর্তমানে সারাদেশে তীব্র তাপদাহ চলমান যা আমের অনাকাঙ্খিত গুটি ঝরাতে পারে। এমতাবস্থায় চলমান তাপদাহে আম বাগানে করণীয় সম্পর্কে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর, কর্তৃক সংযুক্ত পরামর্শসমূহ প্রেরণ করা হলো। উক্ত পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : চলমান তাপদাহে আম বাগানে করণীয় -০১ পাতা।

(মোহাম্মদ আরিফুর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৪৫৭৫৭৪
ই-মেইলঃ mangobangladesh.dae@gmail.com

উপজেলা কৃষি অফিসার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
.....
..... (প্রকল্পভুক্ত সকল উপজেলা)

অনুলিপিঃ অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো-

১. পরিচালক, সরেজমিন উইং/উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ..... (প্রকল্পভুক্ত অঞ্চল)।
৩. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ..... (প্রকল্পভুক্ত জেলা)।
৩. অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিএস টু ডিজি), মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তর, ডিএই, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

চলমান তাপদাহে আম বাগানে করণীয়

ভালোমানের আম উৎপাদনের এ সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সারা দেশে তীব্র তাপদাহ চলমান যা আমের অনাকাঙ্খিত গুটি ঝরাতে পারে। সুতরাং ভালোমানের আম উৎপাদন ও রপ্তানিযোগ্য আমের ফলন বাড়াতে নিম্নের ব্যবস্থাপনাসমূহ গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

১. এ সময়ে আমবাগানে সেচ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্লাবন সেচ (Flood Irrigation) দেয়া যেতে পারে। তবে পানির স্বল্পতা থাকলে আম গাছে পানি স্প্রে করতে হবে। মাটির বিভিন্নতা ও পানি ধারণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে মাসে ২-৩ বার সেচ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

২. খরার সময়ে আম গাছে ফল ঝরা কমাতে ২ ভাগ অর্থাৎ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ইউরিয়া স্প্রে করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে অবশ্যই ঠান্ডা আবহাওয়ায় সকালে বা বিকেলে স্প্রে করতে হবে।

৩. ফলের ঝরে পড়া রোধ করতে ৫-৬% বোরিক অ্যাসিডও স্প্রে করা যেতে পারে ।

৪. আমের বৃদ্ধি ও ফলন বাড়ানোর জন্য গাছের গোড়ায় মাটির উপরে স্তরে (Top Dressing) ইউরিয়া ও পটাশ সার পরিমাণমত প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পরপর সেচ প্রদান করতে হবে।

৫. হিমসাগর, খিরসাপাত, ল্যাংড়া, ব্যানানা ম্যাংগো, হাড়িভাঙ্গা জাতের জন্য ব্যাগিং শুরু করা যেতে পারে। আর মাত্র এক সপ্তাহ পর বারি আম-৩, বারি আম-৪, ফজলি, বারি আম-১২ জাতে ব্যাগিং শুরু করতে হবে। প্রাকৃতিকভাবে ফল ঝরা বন্ধ হলে আমের ব্যাগিং করতে হবে। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত রোদ্র হতে আমকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

এছাড়াও অন্য সমস্যা দেখা দিলে নিকটস্থ কৃষি অফিসার বা আম গবেষকবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ড. মো. শরফ উদ্দিন
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ফল বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র
বারি, গাজীপুর
০১৭১২১৫৭৯৮৯